১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
জাতীয় কবির ১১০তম জন্মদিবস স্মরনে!

হারুন রশীদ আজাদ

আমি কবিকে দেখেছি সর্বোচ্চ সম্মানে,
রাষ্ট্রীয় অতিথি বেশে, আমার বাংলাদেশে ।
জাতির পিতার আমন্ত্রনে, এসেছিলেন গণভবণে !
আমি দেখেছি দুজনে হেটেছেন পাশাপাশি,
গণভবনের দেয়াল ঘেঁষে, গোলাপ ফুটেছিল রাঁশি রাঁশি,
কবি আর জনক দুজনের মুখে দেখেছি মিষ্টি হাসি !

অনেক মানুষের ভীড়ে, আমরা সকলেই ছিলাম দুরে !
কবি আর জনক ছিল পাশাপাশি,
কি সে বিরল দৃশ্য ! দুজন শিশু হাসছে মিষ্টি মধুর হাসি !
অবাক করা সেই স্মৃতি - দেখেছে দেশবাসি !

বঙ্গবন্ধু কবির হাত ধরে পাশাপাশি,
ছোট্ট ছোট্ট পাঁ ফেলে চলছে,
কবি বির বির করে কিযেন বলছে !
একজন জাতির পিতা একজন জাতিয় কবি,
দুজনেই মিটি মিটি হাসছে !
আজো সে স্মৃতি চোখের সামনে ভাসছে !

সকালের রৌদ্র উজ্জল ছিল সারাদিন,
সে দিনটি ছিল ১১ই জ্যৈষ্ঠ কবির জন্মদিন ।

স্বাধীনদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন এই বাংলায় সবই আছে, শুধু নাই আমাদের জাতিয় কবি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যেমন বঙ্গবন্ধু খুঁজেপেতেন বাংলার রূপ, তেমনি কবি নজরুলের কবিতায় খুঁজে পেয়েছিলেন বাঙ্গলী জাতির মুক্তির পথ। খুঁজে পেয়েছিলেন বাঙ্গলী জাতিয়তাবাদের উৎস শক্তি। স্বাধীনতা লাভের পর তাই কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। সাথে সাথে নাগরিকত্ব দিয়ে সম্মানিত করা হয় কবিকে। এরপর তার জন্য ধানমন্ডিতে একটি বাড়ীও বরাদ্ধ করেন বঙ্গবন্ধু। ধর্মীয় রাজনীতি ভারতকে যেমন বিভক্ত করেছিল তেমনি বাঙ্গলী জাতিও তার শিকার হয়েছিল। বিভক্ত হয়েছিল হাজার হাজার বছরের পুণ্যভুমি আমাদের বাংলাদেশ ।

তাই বাঙ্গলী জাতিয়তাবাদের প্রবক্তা কবি নজরুলের কবিতায় আমরা খুঁজে পাই জাতিয়তাবাদের উৎস

"অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা
দিব যে আরো এ জীবন পণ
আকাশে বাতাসে লেগেছে কাঁপন
আয়রে বাঙ্গলী ডেকেছে রণ"

কবি নজরুল মাটি ও মানুষের কথা বলতেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে ভালবাসতেন। দখলদার ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কবি ছিলেন এক অগ্নিকুন্ড! ধর্মের নামে যারা ভন্ডামি করে সুযোগ নিতে চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধেও কবি ছিলেন অগ্নি মূর্তিরূপী জমদুত! কবি তার কাব্যেও ঐ সব বজ্জাতদের বিরুদ্ধে লিখেগেছেন "রুখ ওরে ঐ ধর্মের নামে বজ্জাতি সব"। ৬৫-৭০'র দিকে পাকিস্তানী মৌলবাদীরা কবি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ হয় নিষিদ্ধ আর কবি নজরুল তাদের কাছে গন্য হয় নাস্তিক হিসাবে।

বাঙ্গালী মোল্লা মৌলানারা গুণকীর্ত্তণ শুরু করেন পাকিস্তানের কবি ইকবালের। তাকে আল্লামা উপাধি দিয়ে রবীঠাকুর আর নজরুলের বিপরীতে দাড় করান। তার কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে আমাদের জাতিয় কবিকে আড়াল করার চেষ্টাকরা হয়। ৬৯, ৭০ এর গণ আন্দোলন এবং ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে কবি নজরুল ছিলেন আমাদের প্রেরনা। "ঐ নতুনের কেতন ওরে কালবৈশাখীর ঝড়, তোরা সব জয়ধ্বনিকর"। "কারার ঐ লৌহ কপাট ভেংগেফেল কররে লোপাট"।

কবি নিজে যেমন একজন লেখক, প্রেমিক, ব্যবসায়ী ও কর্মচারী ছিলেন, তেমনি ছিলেন একজন সৈনিক। দেশমাতার পবিত্র ভুমি পাহারা দিয়েছেন এই কবি। আহবান জানিয়েছেন তরুন সমাজকে "চল্ চল্ চল্ উর্দ্ধগগণে বাজে মাদল নিম্মে উতালা ধরনীতল -- চল্ রে চলরে চল্"। ধর্মীয় অনুশাসন বিরেধী কবি নিজ ধর্মের প্রতি যেমন অনুরাগী ছিলেন অপরের ধর্মের প্রতি ছিলেন তেমনি শ্রদ্ধাশীল। পরপারের কথা স্মরনকরে কবি বলেছেন : "মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই"। শত সহস্র লেখালেখির মধ্যেও প্রতিদিন আযানের ধ্বনি শোনার বাসনাকে জানিয়ে ছিলেন তার কবিতায়। প্রেম ভালবাসা মানুষের জীবনের সবচেয়ে মুল্যবান সম্পদ। যে মানুষের ভিতরে প্রেম-ভালবাসা স্থান করতে ব্যর্থ হয়েছে সে মানুষেরা শুধু মানুষের জন্য হুমকি নয় সারা সভ্য পৃথিবীর জন্য হুমকি! আমাদের কবি মানুষকে প্রেম ভালবাসায় আপন করেছেন, হতাশার মাঝে আশার আলো হাতে দিয়েছেন। তিনি নরকে করেছেন রাজা - আর নারীকে করেছেন রানী। "মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল"।
কবি নজরুল ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। ১১ই জৈষ্ঠ ১৪১৬ বাংলাব্দে কবির ১১০তম জন্মবার্ষিকীতে তাই বলতে হচ্ছে -

সেদিন তুমি এসেছিলে তাই বাঙ্গালী জাতি জেগেছিল,
তোমার গানে ও কবিতায় ৭১ এ যুদ্ধের দামামা বেজেছিল!
কবিতায় তুমি প্রেম দিয়েছিলে, তাই নারী এসেছিল জীবনে।
তোমার গানে জাগে ভালবাসা, নেই তা আজ আর গোপনে!
কখনও কবি কিংবা প্রেমিক ছিলে, কখনো ভীমরুল!
শত্রুর সাথে পাঞ্জা লড়ে, হয়েছ বিদ্রোহি কবি নজরুল!
যুদ্ধে যেতে তোমাকে স্মরি, প্রেমে ও তোমার গান!
তোমার কবিতায় সবকিছু পাই তাই তুমি অম্লান।